ইত্তেফাক

19 তারিখ ... 08 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শান্তি ও ... যাত্রা শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবনে দক্ষিণ এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের সাত নেতা গতকাল (রবিবার) বিকালে সাতপ্রস্থ সনদপত্রে যুক্তস্বাক্ষর রাখিয়া সাতদেশীয় দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থার যাত্রা ঘোষণা করেন। বিকাল ৪টায় 'শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয় সহযোগিতা গড়িয়া তোলার' দশপৃষ্ঠাব্যাপী মূল দলিল অনুমোদন ও স্বাক্ষরের মুহূর্তটি ছিল আনন্দঅধীর করতালিতে মুখর। আশাদৃপ্ত নবযুগ সূচনার আহ্বান জানাইয়া নেতৃবৃন্দের ভাষণ ও সনদ স্বাক্ষরের কিছুক্ষণ পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় চৌদ্দ অনুচ্ছেদের শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা। ঢাকা ঘোষণার হিসাবে স্বীকৃত এ দলিলে বলা হয়: আজ দক্ষিণ এশীয় যে সহযোগিতা সংস্থার জন্ম হইল, উহা পৃথকভাবে সকল দেশের, যৌথভাবে সকল দেশের আত্মনির্ভরতার অভীষ্ট রূপায়ণের সাথে সাথে সমগ্র অঞ্চলে শান্তি-সমৃদ্ধি-স্থিতিশীলতার বিকাশ ঘটাইবে। সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানটিকে নেতৃবৃন্দ এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করেন।

পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সার্ক চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, সার্ক এক রাজনৈতিক সমঝোতা।

গতকাল সমাপ্তি অধিবেশনে ভুটানরাজ জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, মালদ্বীপ প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম, নেপাল রাজ বীরেন্দ্র বীর বিক্রমশাহ দেব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয় বর্ধন, সার্ক চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ভাষণ এবং দলিল স্বাক্ষর দানের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দেশে উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র সার্ক অঞ্চলে এবং অঞ্চলের বাহিরে অস্ট্রেলিয়া ও জাপানে সরাসরি প্রচারিত হয়। নেপালের নৃপতি রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব সম্মেলনের অনুমোদনের জন্য সনদ উত্থাপন করেন। সার্কে

(১২শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

'ঢাকা ঘোষণা' উত্থাপন করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক। ঢাকা ঘোষণা সম্মেলনের অনুমোদন লাভ করে ৪টা ৫৫ মিনিটে।

শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী

(১২শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সার্ক সনদ

বাসস জানায়, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সনদে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ, জীবন মান উন্নয়ন এবং সদস্য দেশসমূহের যৌথ আত্মনির্ভরশীলতার উন্নয়ন ও জোরদার করণের অঙ্গীকার করা হইয়াছে। গতকাল (রবিবার) বিকালে জাতীয় সংসদ ভবনে দুই দিবসব্যাপী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে এই সনদ গৃহীত হয়। সার্কের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশা-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ঘোষণা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের শীর্ষ সম্মেলন গতকাল (রবিবার) পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, উৎপাদন ও মোতায়েন সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য সার্বিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রশ্নে 'পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশসমূহের' প্রতি জরুরী আহ্বান জানাইয়াছে। সম্মেলন সমাপ্তির পূর্বে গৃহীত শীর্ষ সম্মেলনের 'ঢাকা ঘোষণায়' জেনেভায় রীগ্যান-গরবাচেভের সাম্প্রতিক বৈঠককে স্বাগত জানাইয়া আশা প্রকাশ করা হয় যে, এ আলোচনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখিবে।

৭জাতি সার্কসংস্থার আনুষ্ঠানিক যাত্রাসূচনার প্রথম দক্ষিণ এশীয় শীর্ষ বৈঠক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য হতাশাব্যঞ্জক বলিয়া বর্ণনা করে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থ আগাইয়া নিবার জন্য উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা পুনরারম্ভ এবং প্রতিশ্রুত সাহায্য তহবিল মঞ্জুরের তাগিদ দেয়। সার্ক বৈঠক মুদ্রা ও লগ্নির প্রশ্নে জরুরী আন্তর্জাতিক বৈঠকেরও তাগিদ দিয়াছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের পাঁচ দফা বৈঠকে সাব্যস্ত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের বিরাট বাজার, বিপুল জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে অর্থনীতিসমূহের পারস্পরিক সম্পূরক দিককে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার দেওয়া হইয়াছে।

সার্ক ঘোষণা এই সহযোগিতা রূপায়ণের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত হিসাবে, পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির জন্য ঘন-ঘন শীর্ষ বৈঠক, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, একে অপরের ভূখণ্ডগত ও রাষ্ট্রীয় পরিধিতে হস্তক্ষেপ না করা, জোটনির-

(১২শ পৃঃ ...-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ঘোষণা

(১ম পৃঃ পর)

পেক্ষ আচরণ অনুশীলনের তাগিদ।

ঘোষণায় জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বনির্ভরতার জন্য জনগণের সহিত জনগণের বহুপর্যায়ের যোগাযোগ ব্যাপকতর করা, অংশীদারিত্বের আদর্শবাহী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনার তাগিদ দিয়া বলা হইয়াছে, সদ্য গঠিত সার্ক সংস্থা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রাষ্ট্রিয় স্থিতিশীলতায় অবদান রাখিতে পারিবে।

সম্মেলনের ঘোষণায় দারিদ্র্য, অনুন্নতি, উৎপাদনের নিম্নহার, বেকারত্ব, জনসংখ্যা স্ফীতি, অতীতের শোষণ ও প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে সনাক্ত করিয়া আত্মনির্ভরতার তাগিদ দেওয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, অভাবিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটাইতেছে। পণ্য দর হ্রাস, বাণিজ্যশর্ত প্রতিকূল হওয়া, সংরক্ষণবাদী ধারায় উন্নত বিশ্বের বাণিজ্য-প্রকৃতি বদল, রেয়াতী সাহায্য প্রবাহ হ্রাসকে অনুন্নত বিশ্বের বর্তমান সংকটের অন্যতম হেতু হিসাবে সনাক্ত করা হয়। বলা হয়, উন্নত বিশ্বের উপর উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়ন নির্ভরশীল হইয়া পড়ায় এই অবস্থার নিদারুণ সঙ্কট ডাকিয়া আনিয়াছে।

সার্কের যাত্রা শুরু

(১২শ পৃঃ পর)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রাজীব গান্ধী বলেন, সার্ককে সহযোগিতার সার্থক সংস্থায় রূপান্তরিত করিতে হইলে ইহাকে অবশ্যই কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ করিয়া জনআন্দোলনের রূপ দিতে হইবে। তিনি সার্ককে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে আখ্যা দিয়া বলেন, এ সংস্থা প্রশ্নে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকেও রূপায়ণ করা প্রয়োজন। তিনি আগামী নবেম্বরে দিল্লী শীর্ষবৈঠকে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

তিনি সার্ককে এই অঞ্চলের শত কোটি মানুষের জন্য 'নয়া উষা' আখ্যায়িত করিয়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের পংক্তিমালা বাংলায় উচ্চারণ করেন: উষার দুয়ারে হানি আঘাত/আমরা আনিব 'নয়া' প্রভাত/আমরা টুটাবো তিমির রাত/বাধার বিন্ধ্যাচল।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক বলেন, নিছক কোন সমিতি বা সংস্থা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় প্রপীড়িত বিরাট জনগোষ্ঠির সান্ত্বনা হইতে পারে না। বরং যে সকল লক্ষ্য লইয়া সংস্থার জন্ম উহার সার্থক রূপায়ণ ঘটাইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি বলেন, সার্ক চেতনায় ঢাকা এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, না ঢাকার অনাবিল বিশ্বাস সার্ককে এখানে এত সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে, সার্কের যাত্রাসূচনার মুহূর্তে তাহা নির্ণয় করা বেশ দুরূহ।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম বলেন, সার্বভৌম মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছা প্রবল। তিনি এ সম্মেলন ও বিস্তৃৎ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন সুযোগ হেলায় না হারাইয়া কঠোরভাবে কর্তব্যপরায়ণ ভূমিকার মাধ্যমে সার্ককে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব বলেন, "নূতনভাবে একত্রে বাঁচিবার একটি ধ্যান-ধারণার জন্ম আজ সম্ভব হইয়াছে। নিজের অস্তিত্ব ও পরিচিতির মত অপরের অস্তিত্ব এবং পরিচিতি সমান গুরুত্বপূর্ণ—ইহা অনুধাবন করিয়া নিজেদের সংগঠিত করিতে আমরা দারুণ মন্থর। অভিন্ন স্বার্থে একত্রে কাজ করার পথ বাহির করিতে পারিলে ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিত। কিন্তু বিধির ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তাই বহুকাল সময় নষ্ট করিয়া আমরা ভুগিয়াছি। সার্ককে তিনি অকাট্য বাস্তব সত্য হিসাবে বিকশিত করার তাগিদ দিয়া বলেন, নেপাল এ প্রয়াসে সকল সামর্থ্য দিয়া সহায়তা করিবে।

ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক বলেন, পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা প্রশ্নে মনোভাবগত বৈশাদৃশ্যের মধ্যেও অর্থবহ আঞ্চলিক সহযোগিতা মূর্ত করিয়া তোলার জন্য সার্কের জন্ম আমাদের যৌথ প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের পরিচায়ক। তিনি প্রত্যেকের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখিয়া সংস্থার ভিতরে ও বাহিরে অঞ্চলের জনগণের অভিন্ন স্বার্থে সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ প্রজ্ঞা অনির্বাণ রাখিলে সার্ক এতদঞ্চলে নূতন যুগের সঞ্চার ঘটাইবে।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সার্ক সম্মেলন সফল করার জন্য সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব হইতে শুরু করিয়া শিল্পী, স্থপতি, নগরসজ্জার শ্রমিক পর্যন্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, সদস্য দেশসমূহের সহিত কাজ করিয়া আমরা অনেক কিছু শিখিয়াছি। সার্ক এখন জনগণের মুখের বুলিতে পরিণত হইয়াছে। সার্বভৌম সমতার এ বন্ধন এক ঐক্যবন্ধন হইয়া উঠিয়াছে।

সার্ক সনদ

(১ম পৃঃ পর)

...দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অধিবেশনে ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জে. আর. জয়বর্ধন উপস্থিত ছিলেন।

সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সার্কের সনদে স্বাক্ষর করেন এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতা উন্নয়নের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করিয়া সাতটি লক্ষ্য গ্রহণ করেন। সনদে তিনটি সার্ক নীতি, উহার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সার্ক নীতিমালায় সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে সংস্থার কাঠামোতে সহযোগিতার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নীতিমালায় আরও বলা হয়, এ ধরনের সহযোগিতা দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতার বিকল্প নহে বরং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতার পরিপূরক হইবে। এই সহযোগিতা দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় বাধ্যবাধকতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হইবে না।

সনদে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্র অথবা সরকার প্রধানগণ বৎসরে একবার অথবা সদস্য দেশসমূহ প্রয়োজন মনে করিলে একাধিকবার সম্মেলনে মিলিত হইবেন। সার্ক সনদে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমবায়ে একটি মন্ত্রী পরিষদের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। মন্ত্রী পরিষদ বৎসরে দুই বার মিলিত হইবেন। সদস্যদেশসমূহের সম্মতিতে অতিরিক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। মন্ত্রী পরিষদ নীতি নির্ধারণ, সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সহযোগিতার নূতন ক্ষেত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সনদে বলা হয়, পররাষ্ট্র সচিবদের সমবায়ে একটি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি প্রায়শঃই বৈঠকে মিলিত হইবেন এবং মন্ত্রী পরিষদের নিকট মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশ করিবেন। ষ্ট্যান্ডিং কমিটির উপর সহযোগিতার কর্মসূচীর সার্বিক মনিটরিং এবং সমন্বয়, প্রকল্প এবং কর্মসূচী অনুমোদন ও সেগুলির অর্থ সংস্থান ব্যবস্থা অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। কমিটি আন্তঃ বিভাগীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ, আঞ্চলিক ও বহির্দেশীয় সম্পদের সমাহার এবং যথাযথ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সহযোগিতার নূতন ক্ষেত্র চিহ্নিত করিবেন।

সার্কের সনদে সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সমবায়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। টেকনিক্যাল কমিটিসমূহ সহযোগিতার স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং মনিটরিংএর দায়িত্বে থাকিবেন। টেকনিক্যাল কমিটিসমূহের টার্মস অব রেফারেন্স-এর মধ্যে স্বীকৃত ক্ষেত্রসমূহে আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা ও সুযোগ নির্ধারণ, কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প তৈরী, ক্ষেত্র ভিত্তিক কর্মসূচীর আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান পদ প্রতি দুই বৎসর পর পর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ইংরাজী বর্ণমালার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হইবে, এবং কমিটিগুলি মাঝে মাঝে ষ্ট্যান্ডিং কমিটির নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

ষ্ট্যান্ডিং কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশসমূহের সমবায়ে এ্যাকশন কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। সনদে আরও বলা হয় যে, সংস্থার (সার্ক) একটি সচিবালয় থাকিবে।

...দ্ধির লক্ষ্যে সার্কের

সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ গতকাল (রবিবার) ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সনদে স্বাক্ষর করেন